পাকিস্তানের বিপক্ষে পরাজয়ে যা বললেন মুশফিক

ত্রিদেশীয় সিরিজে নিজেদের শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ।

এরই সঙ্গে ‘বাংলা ওয়াশ’ নামের সিরিজের সবকটি ম্যাচই হারল টাইগাররা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২১ রানে হারার পর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দুই দফায় হেরেছে তারা ৮ উইকেট ও ৪৮ রানে।

বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচের মতোই লড়াই করে হেরেছে বাংলাদেশ। আর সে বিষয়টি মাথায় রেখেই বিশ্বকাপের জন্য সাকিব বাহিনীকে শুভকামনা জানিয়ে রাখলেন মুশফিকুর রহিম।

তার মতে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সঠিক কম্বিনেশন পেতে ত্রিদেশীয় সিরিজে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হারের পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন মুশফিক। করেছেন সাকিব ও লিটন বন্দনা।

মুশফিক লিখেছেন, ‘আমাদের অধিনায়কের কাছে থেকে আবার দারুণ ব্যাটিং প্রদর্শন, তাকে অনুসরণ করেছেন ক্লাসি লিটন। যদিও আমরা হেরে গেছি কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমরা সঠিক সময়ে উন্নতি করছি এবং বাছাই করে দল গুছিয়ে নিচ্ছি। এখন শুধু দরকার তিন বিভাগের একসাথে একটি দিন ভালো করার। আসন্ন বিশ্বকাপে আমরা বিশেষ পারফরম্যান্স দেখতে পাব।
’

এশিয়া কাপের ব্যর্থতার পর দেশে ফিরেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মুশফিক। যে কারণে ত্রিদেশীয় সিরিজ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই এ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

দলের সঙ্গে না থাকলেও খেলা ঠিকই উপভোগ করছেন ‘পঞ্চপাণ্ডব’ তারকা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ওস্তাদ জানার উদ্দিন বলেন, এই লাঠি খেলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার বাবা ও দাদা এক সময় লাঠি খেলতেন, সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

কোরবান আলী নামের আরেক ওস্তাদ জানান, লাঠিখেলা দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। তবে আধুনিক খেলাধুলার ভীড়ে এই ঐতিহ্যবাহী খেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। সবার সম্মিলিত উদ্যোগে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

জামাল নামের এক লাঠিয়াল জানান, এটা নিছক একটি খেলা নয়। এর থেকে আত্মরক্ষার কৌশলও শেখা যায়।

দর্শক শাহরিয়ার ইমন রুবেল জানান, লাঠিখেলা শুরুর আগে প্রতিটি দলই শারীরিক নানা কসরত দেখায়। নানা কৌশলে লাঠি ঘোরানো হয়। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ করা সবই ছিল ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে।

প্রসঙ্গত, লাঠিখেলা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। ওস্তাদ ভাই সিরাজুল হক চৌধুরী গোল্ডেন সোর্ড ১৯৩৩ সালে বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী তৈরি করেন। ওস্তাদ ভাই সিরাজুল হক চৌধুরী প্রথমে নিখিল বাংলা লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। পরে এর নাম হয় বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী।’ যেটির সদর দপ্তর হিসেবে এই কুষ্টিয়া বিেবিচত হয়।

এশিয়া কাপ থেকে বাংলাদেশের বিদায়

কপাল পুড়ল বাংলাদেশের। বৃষ্টিতে আরব আমিরাতের সঙ্গে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। অথচ আরব আমিরাতের বিপক্ষে জিতলেই নিশ্চিত হতো এশিয়া কাপে জাহানার-নিগারদের সেমিফাইনাল। বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ-আমিরাতের ম্যাচের টসটাও হলো না। ২ ঘণ্টা অপেক্ষার পর পরিত্যক্তই হলো ম্যাচটি। তাতেই এশিয়া কাপ থেকে বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময় সাড়ে ৮টায় টসই হয়নি। স্টেডিয়াম এলাকার আকাশ কালো মেঘে ডেকে যায়। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় উভয় দল এক পয়েন্ট করে পেয়েছে। ৬ ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৫। এক পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে উঠে গেছে থাইল্যান্ড।

বাংলাদেশের সামনে সেমিফাইনালের সমীকরণটা এমন ছিল- বাংলাদেশ জিতলে আজ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলবে। এ ছাড়া আর যে কোনো ফলে থাইল্যান্ড চলে যাবে শেষ চারে।

বাংলাদেশের জন্য সমীকরণ পূরণ করাটা কঠিন কিছু ছিল না। কেননা আরব আমিরাত নারী টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ের ১৫তম দল, যারা কিনা এবারের এশিয়া কাপে জিতেছে মোটে একটি ম্যাচে, তাদের নিজেদের মাঠে সহজেই হারানোর কথা নিগার সুলতানার দলের। সকালে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মাঠে চলে আসেন আরব আমিরাতের মেয়েরা। তবে প্রবল বজ্রপাতের মুহূর্তে দৌড়ে আবার ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়েন তারা।

৮ পয়েন্ট নিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা ইতোমধ্যে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে থাইল্যান্ড পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে আছে। বাংলাদেশ ৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে পাঁচ নম্বরে। আজকে ম্যাচটিতে বাংলাদেশ জয় পেলে তাদেরও পয়েন্ট হতো ৬। সে ক্ষেত্রে নেট রানরেটে অনেকখানি এগিয়ে থেকেই চতুর্থ দল হিসেবে বাংলাদেশ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করত।

এখনও সুযোগ আছে বাংলাদেশের মেয়েদের

ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ। অথচ মাঠের পারফরম্যান্সে মনেই হচ্ছেনা নিগার সুলতানার নেতৃত্বাধীন দলটি নিজেদের চেনা কন্ডিশনে খেলছে।

আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে মিশন শুরু হয় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের। এরপর পাকিস্তানের বিপক্ষে চরম

ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ৭০/৮ রানে ইনিংস গুটানো বাংলাদেশ হেরে যায় ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে ১২৯ রান করে ৮৮ রানের বড় ব্যবধানে জয় পায় বাংলাদেশ।

তিন ম্যাচে দুই জয়ের পর নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১৬০ রান তাড়ায় বাংলাদেশ হেরে যায় ৫৯ রানে।

সোমবার পঞ্চম ম্যাচে শ্রীলংকার বিপক্ষে ডিএল মেথডে ৪২ বলে মাত্র ৪১ রান তাড়ায় বাংলাদেশ হারে ৩ রানের ব্যবধানে।

এই পরাজয়ে সেমিফাইনালে খেলার পথ কঠিন হয়ে যায় বাংলাদেশের। নিগার সুলতানাদের তাকিয়ে থাকতে হয় ভারত-থাইল্যান্ড ম্যাচের দিকে।

তবে সুখবর হলো সোমবার দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একক আধিপত্য বিস্তার করেই জয় লাভ করে ভারত। ভারতের এই জয়ে সুবিধাই হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ দলের জন্য।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ গ্রুপপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচে আমিরাতের বিপক্ষে জয় পেলে থাইল্যান্ডের মতো ৬ ম্যাচে বাংলাদেশেরও পয়েন্ট সমান ৬ হবে। তখন রান রেটে এগিয়ে থাকার সুবাদে বাংলাদেশ চলে যাবে সেমিফাইনালে। সেমিফাইনালে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা।

তবে কোনো কারণে মঙ্গলবার বাংলাদেশ যদি নিজেদের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে হেরে যায় তাহলে টুর্নামেন্টের স্বাগতিক হয়েও সেমিফাইনালের আগেই দর্শক হয়ে যাবে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]:

[redacted]

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ১০ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১০ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে লোকনাথপুর একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ৫-০গোলে হারিয়ে প্রথম রাউন্ডে বিদায় জানালো রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ১৯৬১ সালের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের গোল রক্ষক মুন্নাফের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ১০নং জার্সি পরিহিত দিপু কে।

প্রধান অতিথি ৯০ বছর বয়সের গোল রক্ষক মুন্নাফ বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন,

সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

কাউকে জবাবদিহি করতে এখানে আসিনি: রিজওয়ান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেই ফর্মে আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। এরপর ঘরের মাঠেও দারুণ পারফর্ম করলেন। সেই ধারাবাহিকতা রাখলেন নিউজিল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচেও।

এদিন বাংলাদেশের বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নেমে ৫০ বলে অপরাজিত ৭৮ রানের ইনিংস খেলেছেন পাকিস্তানের এ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

এরই সঙ্গে তিন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন এ ওপেনার। আর শুক্রবার বাংলাদেশকে হারিয়েই সমালোচকদের একহাত নিলেন রিজওয়ান।

এ উইকেটকিপার-ব্যাটারের সাফ জানিয়ে দিলেন, তারা কাউকে জবাবদিহি করার জন্য দেশের হয়ে খেলেন না।

ক্ষোভের সুরে রিজওয়ান বললেন, ‘কাউকে জবাবদিহি করা জন্য আমরা এখানে আসিনি। ক্রিকেট খেলাটাই আমাদের কাজ এবং আমরা সেটাই করছি। যারা প্রশ্ন করছেন, তারা পাকিস্তানের ভালোর জন্য ভাবলে স্বাগত জানাই। পাকিস্তানের জন্য আমাদের ভাবনাও ইতিবাচক। আশা করি, তারাও আমাদের দলের প্রতি যত্নশীল হবেন।’

কথাগুলো যে নিজ দেশের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামকেও উদ্দেশ্য করে বলেছেন রিজওয়ান, তা বুঝতে অসুবিধা হবে না ক্রিকেটভক্তদের।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারের পর পাকিস্তান দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ ইউসুফকে প্রশ্ন করেন ওয়াসিম আকরাম, ‘মাঠের সবদিকে, ৩৬০ ডিগ্রি এলাকায় শট নিতে বললে হবে না। সেটা কঠিন। অন্তত ১৮০ ডিগ্রি এলাকায় কেন শট নিতে পারবে না ব্যাটাররা? তুমি কি ওদের সেই অনুশীলন করাও না? তুমি যদি ওদের অনুশীলন করাও, তাহলে কেন ওরা ম্যাচে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারছে

না?’

এবার টি-টোয়েন্টির শীর্ষ ব্যাটার বললেন, ‘আমরা সকলেই চেষ্টা করছি। ক্রিকেটার বা দল পরিচালন কমিটির সকলেই চেষ্টা করছে। নিজেদের দুর্বলতাগুলো নির্দিষ্ট করে কাজ করছি। আমরা সকলেই মানুষ। আমরা মনে হচ্ছে আমাদের খানিকটা উন্নতিও হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপে দলের মিডলঅর্ডার ব্যাটারদের হতাশাজনক পারফরম্যান্স, ওপেনিংয়ে মন্থর গতির ব্যাটিং ও বাবর-রিজওয়ানের কম স্ট্রাইকরেট, ফাইনালে শ্রীলংকার বিপক্ষে হার – এসব নিয়ে তুমুল সমালোচনায় বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তান দল।

এরপর লাহোরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ হাতছাড়া হলে সেই সমালোচনা আরও তীব্রতর হয়। পাকিস্তানের সমর্থকরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে তুমুলভাবেই। তারা খুশদিল শাহের বিরুদ্ধে স্লোগানও তুলে।

এসব সমালোচনার বিপরীতে পাকিস্তান অধিনায়ক কিছু না বললেও এবার মুখ খুললেন ওপেনিংয়ে তার সতীর্থ রিজওয়ান।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ৯ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৯ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে গোবিন্দহুদা একাদশ বনাম উকতো একাদশ। খেলায় গোবিন্দহুদা একাদশ কে ২-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের ৭নং জার্সি পরিহিত রাজা কে।

প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

বিসিবির এবারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তামিম রিয়াদ ও মুশফিক

অর্থাভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দল পাঠাতে পারেনি আফগানিস্তান। তাই সেখানে যাওয়া হলো না বাংলাদেশ ‘এ’ দলের।

তবে সময়টা কাজে ভারতের তামিলনাড়ু একাদশের বিপক্ষে খেলার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

তামিলনাড়ুর বিপক্ষে চেন্নাইয়ে দুটি চার দিনের ও তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।

আর সেই সিরিজ খেলতে তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাংলাদেশের নির্বাচক প্যানেলের সদস্যরা। বাংলাদেশ ‘এ’ দলে তাদের নাম লেখাতে চাইছিলেন তারা।

আর বিসিবির সে প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের এ তিন অভিজ্ঞ তারকা ক্রিকেটার।

বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন নির্বাচক প্যানেলের অন্যতম সদস্য হাবিবুল বাশার সুমন।

ওই সময়টা ভারতে নয়; দেশের মাটিতে জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) খেলবে জানিয়েই বিসিবির প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছেন তামিম-রিয়াদ-মুশফিক।

হাবিবুল বাশার সমুন বলেন, ‘তাদের বলা হয়েছিল ‘এ’ দলের হয়ে খেলার কথা, কিন্তু মুশফিক এবং তামিম বলেছে এ সময়ে তারা এনসিএলে খেলবে, সেখানে খেলেই নিজেদের প্রস্তুত রাখতে চায় তারা। আর রিয়াদও না করে দিয়েছে, সম্ভবত সে এনসিএলেও খেলবে না।’

একই তথ্য দিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু।

তিনি বলেছেন, ‘আমরা অন্য জাতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাদেরও (তামিম-মুশফিক-রিয়াদ) প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তামিম ও মুশফিক জাতীয় লিগে খেলবে, মাহমুদউল্লাহ কোথাও খেলতে আগ্রহী নন।’

এ তিন তারকা না বলার পর গেল বুধবার এ সিরিজের জন্য পূর্ণাঙ্গ দল ঘোষণা করেছে বিসিবি।

যেখানে জাতীয় দলের বাইরে থাকা তারকা ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুনকে অধিনায়ক করা হয়েছে।

চার দিনের ম্যাচের জন্য ১৪ জনের দলে রয়েছেন নেতৃত্ব হারানো ও টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া মুমিনুল হক ও স্পিনার তাইজুল ইসলাম। একদিনের ম্যাচের জন্য দুদলেই আছেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়া ব্যাটার এনামুল হক বিজয়।

টেস্ট দলের ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় ও পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদও আছেন এ সফরে।

সফর উপলক্ষ্যে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে ‘এ’ দল ঢাকা ছাড়বে ৯ অক্টোবর। ১২-১৫ অক্টোবর ও ১৯-২২ অক্টোবর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি একদিনের ম্যাচ ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর।

চার দিনের ম্যাচের সিরিজের স্কোয়াড

মোহাম্মদ মিঠুন (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, সাইফ হাসান, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, এনামুল হক (বিজয়), তৌহিদ হৃদয়, জাকের আলি অনিক, নাঈম হাসান, তাইজুল ইসলাম, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, রেজাউর রহমান রাজা, মুকিদুল ইসলাম, এনামুল হক।

একদিনের ম্যাচের সিরিজের স্কোয়াড

মোহাম্মদ মিঠুন (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, এনামুল হক (বিজয়), মোহাম্মদ নাঈম শেখ, মাহমুদুল হাসান জয়, শামীম হোসেন, তৌহিদ হৃদয়, আকবর আলি, তানভির ইসলাম, শেখ মেহেদি হাসান, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রিপন মণ্ডল, মুকিদুল ইসলাম, রিশাদ হোসেন, রেজাউর রহমান রাজা।